Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 105 - 110
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 105 - 110
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনচেতনা

ড. আনিসুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: anisurrahaman1988@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Marginalized, Subaltern, belated kallollean, Desperate exploitation, Deprivation, socio-economic background.

Abstract
The existence of the subaltern class or the marginalised class has existed in our social structure since immemorial time. But the modern concept of 'Subaltern' emerged much later. Antonio Gramsci (1890-1937), one of the Italian Marxist thinkers used the term 'Subaltern' in his book 'Prison Notebooks' (1929-1935). Among all the people, those who are subordinated by class, caste, age, sex, occupation, education or any other stratification are the subaltern or marginalised class. The histriography of the subaltern has overlapped atleast four decades, but the actual condition of the subaltern, who is the subaltern? and why are they subaltern? yet not revealed today. Before the histriography of the subaltern, Tarashankar, Bibhutibhushan and Manik represented the life and struggle of the subaltern.

In the novels of trio Bandhopadhya, the nature, the desire of the subaltern or marginalized class has been exposed. Tarashankar Bandhopadhya's writings revealed the story of the struggle and tradition of the tribal class in the district of Birbhum in the pre-independence and post-independence periods.

Manik Bandhopadhya appeared in Bengali literature as 'belated kallollean'. His Novels was the result of marginalized class. The novel 'Padmanadir Majhi' is the narration of Ketupur gram and its inmates who are constantly fighting against poverty and environment. In the conversation of the character revealed that the begger should not be choser. Bibhutibhushan Bandhopadhya has portrayed the marginalized class with emotion and compassion and not as an intellectual in his Novels. 'Pather Panchali' (1929) and 'Aranyak' (1939) are the chronicles of the desperate exploitation[4] and deprivation of life written in socio-economic background.

Discussion

নিম্নবর্গ বা ব্রাত্য অথবা প্রান্তিক-অবহেলিতের অস্তিত্ব আমাদের সমাজবিন্যাসে সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান। কিন্তু 'সাবলটার্ন' বলতে যে আধুনিক ধারণা তার আবির্ভাব অনেক পরে। ইতালির অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তাবিদ আন্তেনিও গ্রামশি

(১৮৯০-১৯৩৭) প্রথম ইতালীয় 'সুবলতের্নো' (subaltern) শব্দটি প্রয়োগ করেন তাঁর 'Prison Notebooks' (১৯২৯-১৯৩৫) গ্রন্থে। 'সাবলটার্ন' শব্দটি তারই ইংরেজি পরিভাষা। গ্রামশি আসলে ইতালির দক্ষিণ অংশের অনুন্নত কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী, যারা ছিল মূলত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া–এদের তিনি 'সাবলটার্ন ক্লাসেস' (subaltern Classes) বলে অভিহিত করেছেন। পরবর্তীকালে গ্রামশির তত্ত্ব নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েছে। গ্রামশি কথিত 'সাবলটার্ন' ঠিক কী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তা নিয়েও পণ্ডিতরা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন গ্রামশি 'সাবলটার্ন' শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। একটি অর্থে সরাসরি প্রলেতারিয়েতের প্রতিশব্দ রূপে। আর অন্য অর্থে সাবলটার্ন শিল্পশ্রমিক শ্রেণি নয়; সমাজবিন্যাসের স্তরে ডোমিন্যান্ট শ্রেণির অপর মেরুতে অবস্থিত অধীনস্থ শ্রেণি।

সাবলটার্ন-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'নিম্নবর্গ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছেন রণজিৎ গুহ। তিনি ছিলেন 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' গোষ্ঠীর অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্পাদিত ছ-খণ্ডের 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে তিনি শব্দটি ব্যবহার করেছেন, -

> "Of inferior rank'...this is expressed in terms of class, caste, age, gender and office or in anyother way."[১]

আবার এর পাশাপাশি 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' গোষ্ঠীর অন্যান্য ঐতিহাসিকরাও নিম্নবর্গের সংজ্ঞায়ন করেছেন। তাদের বক্তব্যের সারকথা হল সকল জনগণের মধ্যে যারা শ্রেণি, বর্ণ, জাতি, বয়স, লিঙ্গ, পেশা অথবা যে-কোনো স্তর বিভাজনের বিচারে অধস্তন, তারাই নিম্নবর্গ বা প্রান্তিক। তাই আমাদের আলোচনায় নিম্নবর্গ বা প্রান্তিক শব্দটি শর্তসাপেক্ষে প্রযুক্ত। আমাদের মতামত হল আবহমানকাল ধরে বাংলার সামন্ততান্ত্রিক সমাজে আধিপত্যবাদের শাসনে-শোষণে ক্লিষ্ট অন্তেবাসী, বঞ্চিত, অসহায় কৃষিমজুর, ভূমিদাস, শ্রমিক, অস্পৃশ্য আদিবাসী জনজাতি এবং জীবিকাহীন ভাসমান মানুষেরাই নিম্নবর্গ বা প্রান্তিক। যে-কোনো সমাজ ও দেশে এদের সংখ্যা বেশি হলেও ইতিহাস, রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্যে এরা থেকে গেছে অনালোকিত। তারা নিজ বাসভূমে পরবাসী। তাই নিম্নবর্গীয় চর্চার ফল হিসেবে আমাদের ঐতিহ্যলালিত ইতিহাসচেতনায় অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সেই পরিবর্তন কেবলমাত্র ইতিহাসের আলোচনা ও বিশ্লেষণে সীমায়িত থাকেনি; দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গনেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। এর ফলে বদলে গিয়েছে সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণের মাপকাঠি।

উনবিংশ শতকে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজনে ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যের সূচনা হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগণের রচনাসমূহ, সংবাদপত্রের গদ্যরীতি, ইয়ংবেঙ্গল ও কলকাতাকেন্দ্রিক থিয়েটারের নাট্যসংলাপ প্রভৃতি গদ্য রচনার ধারাবাহিকতায় বাংলা উপন্যাসের উন্মেষ ঘটে। প্রথম দিকে অনুবাদ ও সামাজিক নকশার মাধ্যমে বাংলা উপন্যাসে উনিশ শতকে ব্রাত্য, প্রান্তিক, অন্ত্যজ এককথায় নিম্নবর্গীয় চরিত্রের ছিটেফোঁটা পরিচয় পাওয়া গেলেও আজকে আমরা যে বিশেষ অর্থে যাদের নিম্নবর্গ বলছি তার প্রতিবেদন উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে রচিত হয়নি। উপন্যাসের প্রতিবেদনে উপাদান হিসাবে নিম্নবর্গ কেবল পাঠকের জন্য ডকুমেন্ট তৈরির দায় থেকে ঔপন্যাসিকের কথনবিশ্বে আপ্যায়িত।

তবে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে অনেক পথ অতিক্রমণের পর এ দায় মুক্ত হয়েছে। ফলে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে নিম্নবর্গীয় চরিত্রদের নিয়ে বাংলা উপন্যাসের যাত্রা শুরু হলেও তা সংহত রূপ পেতে আমাদের শতাধিক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের প্রথম ও সার্থক স্থপতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিম্নবর্গীয় চরিত্রকে উপন্যাসে ম্রিয়মাণ করে এঁকেছেন। রাজা, জমিদার, অভিজাত, বিত্তবানদের ভিড়ে নিম্নবর্গীয় চরিত্রসমূহ একেবারে নিষ্প্রভ। উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে আদিবাসী অন্ত্যজ জীবনকে সহৃদয়তায় ও অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখার প্রয়াস নিয়েছিলেন বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'পালামৌ'তে নিম্নবর্গীয় জীবনের সাংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে আদিবাসী নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীকে অনেকটাই সফলভাবে অঙ্কন করেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী বলে অনেকেই দাবি জানান। তাঁর 'নিবাররাজ' (১৮৮৭), ও 'বিদ্রোহ' (১৮৯০) উপন্যাস দুটি আদিবাসী জীবনের বিশ্বস্ত দলিল হিসাবে তাঁরা আলোচনাও করেছেন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 105 - 110
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' (১৯৪৪) উপন্যাসে নিম্নবর্গ :

প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর কালপর্বে আদিবাসী অধ্যুষিত বীরভূম জেলার গণমানুষের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ঘটনাবর্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় উঠে এসেছে। ইংরেজ বণিকের রক্তচক্ষু, শোষণ-পীড়ন, দেশীয় জমিদার, মহাজন শ্রেণির প্রবঞ্চনা-প্রতারণা, নির্মম শোষণ আদিবাসী জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছিল। নিজভূমে পরবাসী এই সমস্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কথা পাওয়া গিয়েছে তারাশঙ্করের উপন্যাসে। নিম্নবর্গের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বা প্রতিবাদী আন্দোলনের অনেকটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ ঘটেছে 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'কবি' (১৯৪৪), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭), 'জঙ্গলগড়' (১৯৬৪), 'অরণ্যবহ্নি' (১৯৬৬) প্রভৃতি উপন্যাসে। বস্তুত আদিবাসী জনজাতির অবস্থান এবং উচ্চবর্গের হিন্দু সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ তারাশঙ্করের সাহিত্যমানসের পটভূমি। তিনি নিজেই বলেছেন,

> "আমার বই বলুন আর যা-ই বলুন, সেটা হচ্ছে আমার এই রাঢ় দেশ। এর ভেতর থেকেই আমার যা-কিছু সঞ্চয়।"[২]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণবৈষম্য বিরোধী চেতনার প্রকাশ ও প্রতিবাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'কবি' (১৯৪৪) উপন্যাসে। আন্তেনিও গ্রামশির ভাষা অনুসারে 'কবি' উপন্যাসের নিতাইকে ডোমবংশ তথা ব্রাত্যসমাজের কবি বললেও পুরোটা বলা হয় না। কারণ সজ্জন হওয়াটাই যে বংশে ঘোর বেনিয়ম সেখানে নিতাই-এর কবি হয়ে ওঠা একটা বড়োসড়ো দুর্ঘটনা। নিতাই কবিয়াল রীতিমতো 'খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙারের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র।' রাঢ়-বাংলার নিম্নবর্ণের নিম্নবর্গের কবিয়ালটি যেন অভিশপ্ত সিসিফাসেরই সন্তান এবং অভিশপ্ত প্রমিথিউস।

'কবি' উপন্যাসের আখ্যানবিশ্ব অধ্যয়নে দেখা যায়, ডোম বংশজাত নিতাই-এর কবি হয়ে ওঠার পথে ছিল জাতপাতের কাঁটা বিছানো। আসলে নিতাই কবিয়ালের কবি হয়ে ওঠা যতটা কঠিন ছিল, তার চেয়ে বেশি কঠিন ছিল উচ্চবর্ণের উচ্চবর্গের মানুষের নিতাইকে কবি হিসাবে মেনে নেওয়াটা। কিন্তু বর্ণবৈষম্য বিরোধ উচ্চবর্ণের লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের এক অন্ত্যজ ভূমিপুত্রের আত্মআবিষ্কার তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনি নির্মাণ করলেন 'কবি' উপন্যাসে। নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে গ্রামের চণ্ডীমেলার আসরে নেমেই নিতাই তার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে এবং প্রশংসাসূচক হাততালির পাশাপাশি তাকে হজম করতে হয়েছে বিদ্রুপ আর ইতর রসিকতার বাণ। এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বী মহাল কবিয়ালের নিন্দাপঙ্কও হজম করতে হয়েছে, -

> "আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা-স্বগগে যাবার আশা গো ...গরুড় হবেন মশা গো-স্বগগে যাবার আশা গো।"[৩]

নিতাই কবিয়াল দলিত, প্রান্তিক এবং বর্ণকৌলীন্যে নিম্নবর্ণের বলেই এ ব্যাজস্তুতি। ব্রাহ্মণ বিপ্রপদের ছদ্ম শুভেচ্ছায় ঘুঁটের মেডেল দিতে চাওয়া, ইচ্ছাকৃত ভাবে বারবার ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে 'মহাকপি' বলে সম্বোধন করা কিংবা চাকুরিজীবী এক ফুলবাবুর বিষভরা বিস্ময়ে বলা 'yes' এ রীতিমত একটা বিস্ময়। 'son of a Dom অ্যা-He is a poet'- বর্ণগত কৌলীন্যের দাপটকেই প্রকাশ করে। এমনকি অনাবশ্যক জ্ঞানও দিয়েছে,

> "একটা মেডেল তোকে দেওয়া হবে... কিন্তু খবরদার, আপন জ্ঞাতিগুষ্টির মত চুরি ডাকাতি করবি না, তুই বেটা কবি-a poet."[৪]

আসলে ঈর্ষার জ্বালায় প্রশংসার ছদ্মবেশে উঁচুজাতের প্রভুরা অসভ্য-অশালীন ভাষা খুঁজে নেয়। কিন্তু নিতাই ডোম শ্রেণিবিভক্ত সমাজে তথাকথিত 'ছোটোজাত' হয়েও আপন জাতের হীনতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত নয়। বরং রাজনের প্রতি নিতাই-এর সংস্কারহীন বলিষ্ঠ উচ্চারণ প্রমাণ করে নিতাই মানবতার ধর্মে বিশ্বাসী, -

> "... ডোমেই বা লজ্জা কি? ডোমই বা ছোট কিসে? ডোমও মানুষ বামুনও মানুষ।"[৫]

অবশ্য নিতাই-এর মনের সংস্কার দূর করেছে আলেপুরের রাস উৎসবের মেলায় রাধা গোবিন্দ মন্দিরের মোহন্ত। ঝুমুর দলের বারবনিতাদের সঙ্গে কবিগান করতে এসে নিতাই কবিয়ালকে গোপনে গ্রাস করেছিল একধরনের হীনমন্যতাবোধ, বারবনিতাদের প্রতি অন্তরের ঘৃণা। মোহন্তই তার সংস্কারবোধ অপসারণ করেছে এবং বলেছে, -

> ক। "প্রভুর সংসারে নীচ কেউ নাই বাবা। নিজে, পরে নয়–নিজে নীচ হলে সেই ছোঁয়াচে, পরে নীচ হয়।"[৬]
>
> খ। "জন্ম তো বড় কথা নয় বাবা, কর্মই বড়, মহাপ্রভু আমার আচণ্ডালে কোল দিয়েছেন।"[৭]

এভাবে নিতাই নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে। তাই বারবনিতা বসন্তের মৃত্যুর পরে শ্মশানে কোনও পুরুষ শব স্পর্শ না করলেও নিতাই তার সৎকার করেছে নির্দ্বিধায়। এদিক থেকেও নিতাই চরিত্রের যথার্থ উত্তরণ ঘটেছে। কিন্তু নিতাইদের মতো নিম্নবর্গীয় মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনির্মাণ সাহিত্য ও ইতিহাসের মহাফেজখানায় অবহেলিতই থেকে যায়। নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার প্রথাবদ্ধ গবেষণার বাইরে কজন পণ্ডিতই বা মনে করেন, লোকসংস্কৃতি শেষ পর্যন্ত পরিশীলিত শিষ্ট সংস্কৃতির চেয়ে ইনফিরিয়র নয়। শুধু শখ করে ছৌ-এর মুখোশ দিয়ে পরিপাটি ফ্ল্যাটবাড়ির ড্রয়িং রুম সাজাই আমরা। কিন্তু নিজেদের মানসিকতাকে সাজাই না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে নিম্নবর্গ :

উপন্যাস যুক্তি ও বুদ্ধিনির্ভর শিল্পরূপ। যুক্তিনির্ভর বুদ্ধিকে উপন্যাসের প্রধান মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মার্কসীয় জীবনদর্শন ও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের আকল্পে উপন্যাস সাহিত্যের বাসর সাজিয়েছেন তিনি। ‘কল্লোলের কুলবর্ধন’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। সমকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের ঘাত-প্রতিঘাত এবং তরঙ্গ-বিভঙ্গের ফলশ্রুতি তার কথাসাহিত্য। উত্তরাধিকার সূত্রে ভদ্র জীবন ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে মানুষ হলেও তার আগ্রহ ছিল অভদ্র জীবনের আঁতুরঘর -

> “ভদ্রজীবনকে ভালোবাসি, ভদ্র আপনজনেরই আপন হতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্র ঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি। অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, প্রকাশ ও মুখোশ পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে।”[৮]

‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে লেখক কাহিনির শুরু থেকে দারিদ্র্য, বঞ্চনা, ও অনিশ্চিত নিয়তির হাতে সমর্পিত নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবনালেখ্য রচনা করেছেন। কেতুপুরগ্রাম ও তার অধিবাসীবৃন্দ যে নিত্য দারিদ্র্য ও প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচেবর্তে আছে তারই জীবনালেখ্য ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসটি। পদ্মার মাঝিদের প্রতিনিধি কুবের, গণেশ এবং রাসু, সিধু, আমিনুদ্দি, পীতম, যুগল, ধনঞ্জয় ও যুগী-মালা-উলুপী-গোপী-কুকীদের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবন উঠে এসেছে উপন্যাসের আখ্যানবিশ্বে। কপিলা ও কুবেরের সংলাপে নিম্নবর্গীয় কুবেরের অপরত্বের (Otherness) সূত্রটিও ধরা পড়েছে, -

> “কপিলা চুপি চুপি বলে, না গেলা মাঝি, জেল খাট।
> কুবের বলে, হোসেন মিয়া দ্বীপে আমারে নিবই কপিলা। একবার জেল খাইটা পার পামুনা। ফিরা আবার জেল খাটাইব।”[৯]

আমাদের মনে হয়, মুনাফাকেন্দ্রিক বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানি পরিচালিত ফাটকা পুঁজির রমরমায় কেতুপুরের মতো গ্রামগুলিকে ‘গ্লোবাল ভিলেজে’ (Global Village) পরিণত করেছে, যেখানে দেশের কুড়ি শতাংশ ‘ইকোনোমিক মেন’ (Economic Men/Capitalists) উন্নতির রাজনীতিতে মুগ্ধ ও বশীভূত থাকবে। আর কুবেররা নিম্নবর্গই থেকে যাবে।

বিভূতিভূষণের বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে নিম্নবর্গ :

বুদ্ধিবৃত্তি নয়, হার্দিক মমতা দিয়ে নিম্নবর্গকে উপন্যাসের প্রতিবেদনে তুলে ধরেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ‘পথের পাঁচালী’ (১৯২৯) ও ‘আরণ্যক’ (১৯৩৯) কেবল প্রকৃতিপ্রেম ও মানবপ্রেমের অভিজ্ঞান নয়; আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে লেখা জীবনের নিদারুণ শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস বললেও অত্যুক্তি হবে না। উপন্যাসের প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আমরা যদি উপন্যাসের মৃত্যুদৃশ্যগুলির চিত্র বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব সেখানে দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের নিদারুণ অভিঘাতের ফলশ্রুতিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী ‘আরণ্যক’ উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন, -

> “বিভূতিভূষণ সাঁওতাল শ্রেণি সম্পর্কে যা বলেছেন তা খুঁটিয়ে ঐ সমাজকে দেখে বলা হয়নি।”[১০]

উপন্যাসে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জীবনযন্ত্রণাকে বাস্তবোচিতভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু আমরা বলব নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনজিজ্ঞাসাকে তুলে ধরতে অনেকটাই পেরেছেন বিভূতিভূষণ। উপন্যাসের পটভূমি বর্তমান বিহার রাজ্যের ভাগলপুর জেলার বিস্তীর্ণ জঙ্গল। লেখক বলেছেন, -

> “জগতের যে পথে সভ্য মানুষের চলাচল কম, কত অদ্ভুত জীবন ধারার স্রোত আপন মনে উপল বিকীর্ণ অজানা নদীখাত দিয়া ঝিরঝির করিয়া বহিয়া চলে…।”[১১]

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালপর্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণির একাংশ যখন ঢলে পড়েছে শাসকবর্গের ছড়ানো-ছিটানো মুনাফার দিকে তখন আরেক অংশ দৈনন্দিন জীবনের বিষাক্ত ক্ষতস্থানগুলি সুখ-দুঃখ মিশ্রিত নান্দনিকতায় তুলে ধরেছেন এবং হয়ে উঠেছেন নিম্নবর্গের কথক বা উপস্থাপক। রণজিৎ গুহর কথিত ‘ইতিহাস বিদ্যা’ যা পারেনি এবং গায়ত্রী চক্রবর্তীর কথিত ‘ঐতিহাসিক’ যা পারেনি, সাহিত্যিক সেই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে বলে আমাদের মনে হয়। ঐতিহাসিকের ইতিহাসবিদ্যায় নিম্নবর্গের মর্মযন্ত্রণা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সাহিত্যের কথক সমানুভূতি দিয়ে সেই মর্মযন্ত্রণাকে তুলে ধরেন এবং ভিতরের মূল্যবোধগুলোকে জাগিয়ে তোলেন অসীম মমতায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে ভারতবর্ষকে একটা বিরাট প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। ভারতবর্ষ যেন তার আড়মুড়া ভেঙে নতুন স্বরূপে উঠে আসতে চেয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে একাধিক ভারতবর্ষ রয়েছে। ভারতবর্ষ মানে শুধু কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লি নয়; ভারতবর্ষ মানে গ্রামীণ ভারতবর্ষ। ভানুমতি কিংবা গাঙ্গোতাদের যে ভারতবর্ষ যা কখনও আমাদের দেখা হয়নি, সেই ভারতবর্ষকে উন্মোচন করেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতিই তার সাক্ষ্য বহন করে বলে আমাদের মনে হয়, -

> ক। “…একটা ছোট ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার মা খুপরির কোণের ভূষির গাদার মধ্যে তাহার পা হইতে গলা পর্যন্ত ঢুকাইয়া কেবলমাত্র মুখখানা বাহির করিয়া শোওয়াইয়া রাখিয়া আসিল। মনে মনে ভাবিলাম মানুষে মানুষের খোঁজ রাখে কতটুকু? কখনো কি জানিতাম এসব কথা? আজ যেন সত্যিকার ভারতবর্ষকে চিনিতেছে।”[১২]
>
> খ। “…এত গরীব দেশ যে থাকিতে পারে তাহা আমার জানা ছিলনা। বাংলাদেশ যতই গরীব হোক, এদের দেশের সাধারণ লোকের তুলনাই বাংলাদেশের গরীব লোকও অনেক বেশি অবস্থাপন্ন।”[১৩]
>
> গ। “ভানুমতির পৃথিবী কতটুকু জানিতে বড় ইচ্ছা হইল। বলিলাম -
>
> ভানুমতি, কখনো কোনো শহর দেখেছো?
>
> \- না বাবুজি।
>
> দু-একটা শহরের নাম বলো তো?
>
> \- গয়া, মুঙ্গের, পাটনা।
>
> কলকাতার নাম শোননি?
>
> \- হ্যাঁ বাবুজি।
>
> কোন দিকে জানো?
>
> \- কি জানি বাবুজি।
>
> আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম জান?
>
> \- আমরা গয়া জেলায় বাস করি।”[১৪]

আসলে আমাদের কৃত্রিম স্বাধীনতা, কৃত্রিম বিশ্বায়ন আজ পর্যন্ত নিম্নবর্গের ‘ভারতবর্ষ কোনদিকে’ তার সঠিক দিকনির্দেশ দিতে পারেনি। নিম্নবর্গকে ব্রাত্য করে রাখবার এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে ছুড়ে ফেলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র যুগে যুগে বিবর্তিত হয়েছে এবং নিম্নবর্গের মানুষেরা সমতলের মূল ধারার বাইরে সবসময় থেকে গেছে। সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কূটকৌশলে রেখে দেওয়া হয়েছে। ভানুমতীদের সত্যিকারের ভারতবর্ষ আমাদের আজও অজ্ঞাত থেকে গেছে।

উপসংহারে এসে বলা যায় যে, বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ীর উপন্যাসে নিম্নবর্গ, প্রান্তিক, ব্রাত্যজন, বঞ্চিতের অভাবী আকাঙ্ক্ষার স্বরূপটি উন্মোচিত হলেও নিম্নবর্গকে কখনও বিপ্লবী ও বিদ্রোহী হিসাবে দেখা যায়নি। বিশেষ করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নবর্গকে বিপ্লবী ও বিদ্রোহী করে তোলেননি। তাঁর উপন্যাসে নিম্নবর্গের প্রতি অঢেল দরদ প্রাধান্য পেলেও নিম্নবর্গ অঙ্কনে ঔপন্যাসিক ‘অপর’ (other) ভাবনা এড়াতে পারেননি। ফলে নগর-প্রতিনিধি সত্যচরণের সঙ্গে কথোপকথন চলেছে প্রান্তজীবনের প্রতিনিধি ভানুমতীদের। এখানে নিম্নবর্গকে অবলোকন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে উপস্থাপক বিভূতিভূষণের নিজস্ব উপস্থিতি সত্যচরণের ব-কলমে এবং মূলত বাবুজি হিসাবে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 105 - 110
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. Guha, Ranajit। Subaltern Studies I. Oxford University Press, 1982, p. 8

২. জরাসন্ধ : তারাশঙ্কর ও রাঢ় দেশ; কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮, বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৮৪

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, কবি, শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, ঢাকা, অবসর, ১৯৯৯, পৃ. ২৩৪

৪. তদেব, পৃ. ২৩৫

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ‘কবি’, তারাশঙ্কর রচনাবলী (৬ষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ ১৯৮৫, পৃ. ২৭

৬. তদেব, পৃ. ৮১

৭. তদেব, পৃ. ৮১

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, লেককের কথা, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৫৭, পৃ. ২৩-২৪

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, পদ্মানদীর মাঝি, কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬১, পৃ. ১৭১

১০. চক্রবর্তী, সুমিতা, প্রবন্ধ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে আদিবাসী সমাজ, প্রমা, শারদীয় ১৪১৭, ৩১ তম বর্ষ, পৃ. ২১-২২

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, আরণ্যক (প্রস্তাবনা), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪

১২. তদেব, পৃ. ৯০

১৩. তদেব, পৃ. ১৪২

১৪. তদেব, পৃ. ১৬৪-১৬৫